অধ্যায় - ১৫

নারদীয় কীর্তন পদ্ধতি, শ্রী চোলকরের চিনি ছাড়া চা, দুটো টিকটিকি।

পাঠকদের নিশ্চয় মনে আছে অধ্যায় ৬-তে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, শিরডীতে রামনবমী উৎসব পালন করা হত। সেটি কি ভাবে আরম্ভ হলো এবং প্রথম বছরেই কীর্তন করার জন্য একজন ভালো হরিদাস পেতে কি-কি অসুবিধে হয়, তারও বর্ণনা সেখানে করা হয়েছে। এই অধ্যায়তে দাসগণুর কীর্তন পদ্ধতির বর্ণনা করা হবে।

নারদীয় কীর্তন পদ্ধতি ঃ-

কীর্তন করার সময় হরিদাসরা একটা লম্বা চাপকান ও পুরো পোশাক পরে। ওরা মাথায় একটা ছোট্ট পাগড়ী বাঁধে ও একটা লম্বা কোট ও ভেতরে কামিজ, কাঁধে গামছা এবং একটা ধুতি পরে। গ্রামে কীর্তন করতে যাওয়ার সময় একবার দাসগণু উক্ত রীতিতে সেজে-গুজে বাবাকে প্রণাম করতে পৌঁছন। বাবা ওঁকে দেখে বলেন- "আচ্ছা, বর মশাই! এই ভেবে সেজে গুজে কোথায় যাচ্ছো?" উত্তর পেলেন- "কীর্তন করতে।" বাবা জিজ্ঞাসা করলেন- "কোট, গামছা ও ফেটা - এই সবের কি দরকার? এগুলো এক্ষুনি আমার সামনে খুলে ফেল। শরীরের উপর এগুলি পরার কোন দরকার নেই।" এরপর দাসগণু এই বস্ত্রগুলি কখনো পরেননি। উনি সর্বদা কোমর থেকে উপর পর্যন্ত শরীরটা খোলা রেখে হাতে করতাল এবং গলায় মালা পরে কীর্তন করতেন। এই পদ্ধতিটি যদিও হরিদাস পদ্ধতির অনুরূপ নয়, তবুও শুদ্ধ ও পবিত্র। কীর্তন পদ্ধতির জন্মদাতা নারদ মুনি কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত কোন বস্ত্র ধারণ করতেন না। উনি এক হাতে বীণা নিয়ে হরি কীর্তন করতে-করতে ত্রিলোকে ঘুরতেন।

শ্রী চোলকরের চিনি ছাড়া চা ঃ-

পুণা এবং আহমদনগর জেলায় বাবা সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু শ্রী নানাসাহের চাঁদোরকরের ব্যক্তিগত বার্তালাপ এবং দাসগণুর মধুর কীর্তনের মাধ্যমে বাবার কীর্তি বম্বে ও তার আশে-পাশের প্রান্তেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এর সমস্ত কৃতিত্ব দাসগণুকেই দেওয়া যেতে পারে। ভগবান যেন ওঁকে সদা সুখী রাখেন। উনি নিজের সুন্দর-সরল কীর্তনের মাধ্যমে বাবাকে বাড়ী-বাড়ী পৌঁছে দিয়েছেন। শ্রোতাদের তো বিভিন্ন রকমের

রুচি থাকে। কারো হরিদাসদের বিদ্বতা, কারো ভাব, কারো গান তো কারো বেদান্ত বিবচনের প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। কিন্তু এমন লোক খুব কম দেখা যায়, যাদের সন্তলীলা শ্রবণ করে মনে প্রেম ও শ্রদ্ধা জেগে ওঠেনা। শ্রী দাসগণুর কীর্তন শ্রোতাদের হৃদয়ে একটা স্থায়ী ছাপ ছেড়ে যেত। এমনি একটা ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

এক সময় ঠানের শ্রী কৌপীনেশ্বর মন্দিরে শ্রী দাসগণু কীর্তন ও শ্রী সাইবাবার লীলা গুণগান করছিলেন। ঠানে আদালতের চোলকার নামক এক অস্থায়ী কর্মচারী সেই সময় শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিল। দাসগণুর কীর্তন শুনে সে খুবই প্রভাবিত হয় এবং মনে মনে বাবাকে নমস্কার করে প্রার্থনা করে- "হে বাবা! আমি একজন গরীব মানুষ এবং নিজের পরিবারের ঠিকমত ভরন-পোষণও করতে পারি না। যদি আমি আপনার কৃপায় বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যাই, তাহলে আপনার শ্রী চরণে এসে মিছরি প্রসাদ বিতরণ করব।" ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় ও চোলকর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যায় ওর চাকরীটিও স্থায়ী হয়ে যায়। "শুভস্য শীঘ্রম্।" শ্রী চোলকর গরীব তো ছিলেনই, তায় ওঁর পরিবারও বড় ছিল। অতএব শিরডী যাতায়াতের খরচা জোটাতে যথেষ্টই অসুবিধের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। কথায় বলে- "নাহ্নে ঘাট পার হওয়া যায়, 'সহ্যাদ্রি' পাহাড়ও অতিক্রম করা যায়, কিন্তু গরীব গৃহস্থের পক্ষে ঘরের চৌকাঠ পার হওয়াই শক্ত।" কিন্তু নিজের সংকল্পটাও অতি শীঘ্র পুরো করার জন্য উনি উৎসুক ছিলেন। উনি মিতব্যয়ী হয়ে নিজের খরচ কমিয়ে পয়সা বাঁচাবো বলে স্থির করেন। তাই উনি বিনা চিনির চা খাওয়া শুরু করেন এবং এই ভাবে কিছু টাকা জমিয়ে শিরডী পৌছন। বাবার দর্শন করে তাঁর শ্রীচরণে একটা নারকেল অর্পণ করেন। নিজের সংকল্পানুসারে শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাবে মিছরি বিতরণ করেন। বাবাকে বলেন যে "আপনার দর্শন পেয়ে আমার মন প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। আমার সমস্ত ইচ্ছে আপনার কৃপাদৃষ্টি দ্বারা সেদিনই পুরো হয়ে গিয়েছিল।" মস্‌জিদে শ্রী চোলকরের আতিথেয়তার দায়িত্ব যার উপর দেওয়া হয়েছিল, তিনিও (শ্রী বাপুসাহেব যোগ) সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। ওঁরা দুজন প্রস্থান করার জন্য উঠে দাঁড়াতেই বাবা যোগকে বলেন- "নিজের অতিথির চায়ে ভালোভাবে চিনি মিশিয়ে দিও।" এই অর্থপূর্ণ শব্দগুলি শুনে শ্রী চোলকরের হৃদয় বিগলিত হয়ে ওঠে এবং ওঁর খুবই আশ্চর্য্য লাগে। ওঁর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকে এবং উনি প্রেমেবিহ্বল হয়ে বাবার চরণে লুটিয়ে পড়েন। এদিকে বাবার এই অদ্ভুত আদেশ- "বেশী চিনি দিয়ে অতিথিকে চা দাও" শুনে যোগেরও কৌতূহল হচ্ছিল যে, এর অর্থ কি হতে পারে? বাবা শ্রী চোলকরকে সংকেত দেন, যে তিনি ওঁর চিনি ছাড়ার প্রতিজ্ঞার কথা ভালভাবেই জানতেন।

বাবা সব সময় এই কথাই বলতেন- "যদি তুমি শ্রদ্ধাসহ আমার দিকে হাত বাড়াও তাহলে আমি সর্বদাই তোমার সাথে থাকব। যদিও আমি শারীরিক রূপে এখানে বিদ্যমান, তবুও সাত সমুদ্র পারেও যা ঘটে, সে সবই আমি জানি। আমি তোমার হৃদয়ে বিরাজমান, তোমার অন্তরেই আছি। যাঁর তোমার ও অন্যান্য সমস্ত প্রাণীদের হৃদয়ে বাস, তাঁরই পূজো করো। সে-ই সৌভাগ্যশালী, যে আমার সর্বব্যাপী স্বরূপের সাথে পরিচিত।" বাবা শ্রী চোলকরকে কত সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেন।

দুটো টিকটিকির মিলন ঃ-

এবার আমরা দুটি টিকটিকির কাহিনী দিয়ে এই অধ্যায়টি শেষ করব। একবার বাবা যখন মস্‌জিদে বসেছিলেন, সেই সময় একটা টিকটিকি টিক্-টিক্ আওয়াজ করতে শুরু করে। কৌতূহল বশতঃ একজন ভক্ত বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন- "টিকটিকির আওয়াজের কি কোন বিশেষ অর্থ আছে? এটা শুভ না অশুভ?" বাবা উত্তর দেন- "এই টিকটিকির বোন আজ ঔরঙ্গাবাদ থেকে এখানে আসবে। তাই এ খুশীতে নেচে বেড়াচ্ছে।" ভক্তটি বাবার কথার অর্থ বুঝতে পারে না। তাই সে চুপ করে সেখানেই বসে থাকে।

এমন সময় ঔরঙ্গাবাদ থেকে একটি লোক ঘোড়ায় চেপে বাবার দর্শন করতে আসে। লোকটি তো আরেকটু এগিয়ে যেতে চাইছিল। কিন্তু ঘোড়া ক্ষিধের চোটে আর এগোয় না। তখন সে ছোলা আনার জন্য একটা থলে বার করে এবং ধুলো ঝাড়বার জন্য সেটা যেই মাটিতে ঝাড়ে, অমনি একটা টিকটিকি বেরিয়ে সবার সামনেই সোজা দেওয়াল বেয়ে উঠে যায়। যে ভক্তটি প্রশ্ন করেছিল বাবা তাকে ব্যপারটি মন দিয়ে দেখতে বলেন। টিকটিকিটি ইতিমধ্যেই তার বোনের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। দুই বোন অনেকক্ষণ আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে ঘুরে ঘুরে নাচছিল। কোথায় শিরডী আর কোথায় ঔরঙ্গাবাদ? কি ভাবে একটা লোক ঘোড়ায় চেপে থলেতে টিকটিকি নিয়ে সেখানে আসে এবং বাবা তাদের সাক্ষাতের কথা কিভাবে জানতে পারেন - এই সব ঘটনাগুলি খুবই আশ্চর্য্যজনক ও বাবার সর্বব্যাপকতার উদাহরণস্বরূপ।

শিক্ষা ঃ-

যে এই অধ্যায়টি মন দিয়ে পড়বে ও মনন করবে, সাই কৃপাই তার সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে যাবে এবং সে পূর্ণরূপে সুখী হয়ে শান্তি প্রাপ্ত করবে।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।